94

দৈনিক বাংলা

তারিখ 25 NOV 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়ে সুপারিশ

প্রতিটি গ্রাম-মহল্লা প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনার জন্য ৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটিকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ কমিটি বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ, শিক্ষক নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ, পাঠ্যক্রম সংশোধন, উন্নয়ন, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষাকে সম্পৃক্তকরণসহ সংশ্লিষ্ট সকল ব্যাপারেই নির্দিষ্ট পন্থা সুপারিশ করবে। এক কথায় বলা যায় যে, প্রয়োজন হলে এ কমিটি সম্পূর্ণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার উদ্যোগও নিতে পারবে।

এ সিদ্ধান্ত নিয়ে দ্বিমতের অবকাশ কম। তবে গোল বেঁধেছে সাম্প্রতিক ভিন্ন কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়ে। গত ক'দিন আগে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং নিবন্ধীকরণ সম্পর্কে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং নিবন্ধীকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত শর্ত প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষকদের বদলি সম্পর্কে একটি বিধি নিয়মের খবরও সপ্তাহখানেক পূর্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রায় একই সপ্তাহে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে তিনটি খবর প্রকাশিত হয়েছে—যে তিনটি খবর সমন্বিত আকারে একটি খবর হিসাবে প্রকাশিত হলে এ সর্বশেষ খবর অর্থাৎ পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন নিয়ে কিছু বলার প্রয়োজন দেখা দিত না।

উল্লেখ্য, পাঁচ সদস্যের কমিটিকে প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্পর্কে সঠিক সুপারিশের দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে। এ কমিটি বিদ্যালয় স্থাপন থেকে শিক্ষক নিয়োগ পর্যন্ত সকল ব্যাপারেই সুপারিশ করবে। অর্থাৎ মাত্র ক'দিন আগেই শিক্ষক বদলি এবং বিদ্যালয় স্থাপন সম্পর্কে নতুন সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে এবং এই সব খবর মিলেই কোন খবরের যথার্থতা ঠিক উপলব্ধি করা যাচ্ছে না।

মনে হয় এ ব্যাপারে নতুন করে কিছুটা ভেবে দেখা প্রয়োজন। সকল ব্যাপারে ৫ সদস্যের কমিটিকে সুপারিশ করতে দেয়া হলে অন্তর্বর্তীকালের জন্য এ্যাডহক কোন সিদ্ধান্ত নতুন সমস্যার সৃষ্টি করবে, নাকি ৫ সদস্যের কমিটি বিদ্যালয় স্থাপন এবং শিক্ষক বদলি সম্পর্কে ভিন্ন সুপারিশ করলে নিশ্চয়ই আবার নতুন করে ভাবতে হবে।

তাই আমাদের ধারণা প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা-সংকটের মূল্যায়নের ভিত্তিতে সামগ্রিক সুপারিশ প্রণয়নের দায়িত্ব ৫ সদস্যের কমিটিকে দেয়া হলে এ্যাডহক কোন সিদ্ধান্ত এ মুহূর্তে না নেয়াই সমীচীন।